খবর ৩৬৫ দিন

7 September, 2014

শনিবার বিশ্বের প্রথম নন লিনিয়ার রোপওয়ের উদ্বোধন কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন। বিশ্বের প্রথম নন লিনিয়ার অর্থাৎ বাঁক ঘুরে চলতে সক্ষম রোপওয়ের উদ্বোধন হল শনিবার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম রোপওয়ের এই প্রোটোটাইপ মডেলের উদ্বোধন করলেন জোকার ভাষাতে। দড়ি থেকে ঝুলন্ত রোপওয়ে চড়ে দূরত্ব পাড়ি দেওয়া নতুন কিছু নয়। তবে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত রোপওয়েই ছিল শুধুমাত্র সরলরৈখিক পথে চলতে সক্ষম। যার ফলে রোপওয়েকে কখনোই শহরের বাঁকবহুল রাস্তার ওপর দিয়ে চালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু নতুন এই প্রযুক্তির আবিষ্কারের পর এবার তা সম্ভব হতেই পারে। হ্যাঁ, এমনটা আর মোটেই অসম্ভব নয় যে আপনি সকাল-সন্ধের অফিস টাইমের যানজট এড়িয়ে দিব্যি রাস্তার ওপর দিয়ে ঝুলন্ত গাড়িতে বসে চলে যাচ্ছেন। বাঁক নিতে সক্ষম নতুন প্রযুক্তির এই রোপওয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'কার্ভো'। নতুন এই প্রযুক্তির জন্মদাতা একজন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার, শেখর চক্রবর্তী। বিশ্বের অন্যতম প্রধান রোপওয়ে নির্মাণ ও পরিচালকারী সংস্থা কনভেয়ার অ্যান্ড রোপওয়ে সার্ভিসেসের ম্যানেজিং

ডিরেক্টের শেখরবাবু। এইদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী জানান, 'আমি দেখে গেলাম। জিনিসটা সুন্দর। সবচেয়ে বড় কথা একজন বাঙালি এর আবিষ্কারক। যার জন্য আমি গর্বিত।' দিনে দিনে রাস্তার উপর বেড়ে চলা গাড়ির চাপে যানজটে নাকাল হতে হয় শহরের নিত্যযাত্রীদের। সেই সঙ্গে নিত্য সঙ্গী পেট্রোল ডিজেলেব মতন জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন পরিবেশ দূষণের সমস্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতে শহরে বিকল্প যানবাহনের জায়গা নিতেই পারে রোপওয়ে। কারণ কলকাতার মতন পুরোনো শহরে রাস্তা বড় করার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। মেট্রো রেলপথের নির্মাণও ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। মেট্রোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের পর্যাপ্ত জায়গারও অভাব। এই সমস্যাগুলোর সমাধান হতেই পারে কার্ভো। অন্তত নির্মাণকারী সংস্থার এরকমটাই মত। সংস্থার দাবি অনুযায়ী কার্ভো চালানোর জন্য পরিকাঠামো নির্মাণে জায়গা ও সময় দুটোই কম লাগবে। সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থা চালু করার খরচও তুলনামূলকভাবে কম। শহরের বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে রোপওয়ে চালু করা গেলে ঘণ্টায় প্রায় ২ হাজার জন যাত্রী এতে যাতায়াত করতে পারবেন বলে মত নির্মাতাদের। ঝুলন্ত কার্ভো গাড়িগুলো ঘণ্টায় ১২.৬ কিমি গতিবেগে চলতে পারে। বিদ্যুৎচালিত হওয়ায় পরিবেশ দূষণের সম্ভবনা প্রায় নেই বললেই চলে। প্রতি পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে কার্ভো প্রায় ১৭৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ খরচ করবে। প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ থেকে বিবাদী বাগ ও হাওড়া থেকে নবান্ন রুটে কার্ভো পরিষেবা চালাতে আগ্রহী সংস্থাটি। তবে পুরমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সরকার এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা চালাচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে পরামর্শের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেছি। তাঁরা কাজ করছেন। সবুজ সঙ্কেত পেলে এই বিষয়ে সরকার নিয়মমাফিক এগোবে। টেন্ডার ডেকে যেভাবে বরাত দেওযার নিয়ম সেই অনুযায়ী কাজ হবে।' এখনই কার্ভোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই জানান তিনি। তবে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার রাস্তার উপরে বিকল্প এই যানবাহন চলাচলের সম্ভাবনাও বেশ উজ্জ্বল বলেই মনে করা হচ্ছে।